গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবাবিভাগ
প্রশাসন-৩অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারকনং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০১৮- ১২৭ তারিখঃ ২৭ চৈত্র, ১৪২৪
১০ এপ্রিল, ২০১৮

বিষয়ঃ বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২৯-০৩-২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি :সভার কার্যবিবরণী।

১০.০৪.১৮

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
ফোন:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১ . মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
২ . বিভাগীয় কমিশনার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ)।
৩ . অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪ . মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫ . অতিরিক্ত সচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৬ . অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৭ . অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৮. অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৯ . অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১০. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবাবিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়ঃ ২৯ মার্চ ২০১৮, বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থানঃ সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকী ও সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ। মাঠ পর্যায়ের সর্বোচ্চ পদাধিকারী কমিশনারবৃন্দের সাথে মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুষ্ঠিত সভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়ে থাকে। বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে এ সভা অনুষ্ঠানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নবসৃষ্ট সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী জনবান্ধব প্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহের উপর দপ্তর প্রধান এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:**

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ	• ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে প্রচার অব্যাহত রাখা, শুক্রবার দিন জুমার নামাজের খুতবার আগে মসজিদে ইমামগণ কর্তৃক মাদক বিরোধী বয়ান/বক্তব্য প্রদানের বিষয়টি উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিশ্চিত করবেন, জেলা প্রশাসকগণ কার্যক্রমটি মনিটরিং করবেন এবং মাসিক ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারগণকে অবহিত করবেন। • মাদক বিরোধী বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, র‌্যালি, ক্যাম্পেইন ইত্যাদি আয়োজনে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তকরা এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা; • পরিবারভিত্তিক মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সমাবেশ ও দিবস গুলোতে মাদকবিরোধী বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ কার্যক্রমে সম্মানিত শিক্ষকগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; • সমাজকে মাদকমুক্ত করার উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যক্তি/সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করছেন তাদের অর্জিত সাফল্যকে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এ ক্ষেত্রে দুদক কিংবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা; • মাদকাক্তি হতে মাদকমুক্ত হওয়া Recovery Addict-দের সামাজিক ও আর্থিকভাবে পুনর্বাসন এর লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সাথে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সভা অনুষ্ঠানের জন্য কার্যপত্র প্রস্তুত করা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব(মাদক)/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

		• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদক বিরোধী কমিটির প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রদানপূর্বক বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অবহিত করা; • কারাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণার বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পারস্পারিক সমন্বয় সাধন করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কতৃর্ক যথাক্রমে জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের সফরসূচি সংগ্রহপূবর্ক জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ কতৃর্ক গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে যোগদান কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে মাদকের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদানের জন্য যোগাযোগ করা। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাদেঁর দৈনন্দিন সফরসূচির অনুলিপি বিভাগীয়/জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে প্রেরণ করা; • ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ইমামগণের প্রশিক্ষণ সূচিতে মাদক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করত: উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বক্তব্য প্রদানে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা ; • বিভিন্ন ধর্মীয় সভায়/ওয়াজ মাহফিলে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা; • মাদক বিরোধী সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড স্থাপন করা; • মাদক বিরোধী গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে বিভাগীয় আইন-শৃংখলা কমিটি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণ করা; • মাদক বিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে গৃহীত সকল কার্যক্রম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, নিয়মিত তা আপডেট করা এবং প্রমানাদিসহ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা।	
খ.	মাদকবিরোধী তথ্যচিত্র প্রদর্শন	• জেলা পর্যায়ে বড় বড় হাট-বাজারে কিংবা মেলা চলাকালে জেলা তথ্য অফিস কতৃর্ক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার এর পাশাপাশি মাদকবিরোধী ডকুমেন্টারি ও ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি প্রচার করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
গ.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধিনস্ত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম তদারকিকরণ	• দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে নিয়মিত স্থানীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিসসমূহ পরিদর্শন করে এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে অবহিত করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

ঘ.	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	• লাইসেন্স প্রাপ্ত (সংলগ্নী-১) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়সাধন করে নিয়মিত নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা; • যে সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই (সংলগ্নী-২) সে সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা; • দুর্বল/রুগ্ন মাদকাশক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা; • স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি হাসপাতালে মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য পৃথক ইউনিট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির সময়ে কিংবা নতুন হাসপাতাল নির্মাণকালে মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড স্থাপন এবং বিদ্যমান সরকারি হাসপাতালসমূহে মাদকাসক্তদের জন্য অন্তত একটি ওয়ার্ড পৃথকভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক অনুরোধসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; • কারাগারগুলোতে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য পৃথক সেল স্থাপন করা; • স্থানীয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠনের উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে আরো বেশী বেশী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনে বিভাগীয় কমিশনার(সকল) কর্তৃক উৎসাহ প্রদান করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঙ	কারাগারে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য আলাদাভাবে ডাক্তার নিয়োগ	• কারাগারে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য আলাদাভাবে ডাক্তার নিয়োগের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা;	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
ঙ.	বিভাগীয় পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠান	• মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারগণকে সম্পৃক্ত করে বিভাগীয় পর্যায়ে সভার ব্যবস্থা করা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদক অনুবিভাগ/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
চ.	মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা	• উপজেলা, জেলা এবং মাদকপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অভিযান জোরদার করা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ছ.	পাঠ্যপুস্তকে মাদকের অপব্যবহার রোধ কল্পে শিক্ষা কারিকুলামে সূচি অন্তর্ভুক্তকরণ	• পাঠ্যপুস্তকে মাদকের অপব্যবহার রোধ কল্পে শিক্ষা কারিকুলামে পাঠ্য বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (**মাদক**)।
জ.	উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর কমর্কর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে Training Need Assess করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

২. **কারা অধিদপ্তর:**

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	কারাগার পরিদর্শন	বিভাগীয় কমিশনারগণ/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক কারাগারসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

খ.	কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন	• কারা অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড (সংলগ্নী-০৩) কারা অধিদপ্তরের নামে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। • কুমিল্লাকেন্দ্রীয় কারাগারের জমির রেকর্ড ভুলভাবে প্রণীত হওয়ায় তা সংশোধন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রাখার স্বার্থে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।
গ.	অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার।	• কারাগারের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা; • অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধার করায় জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।
ঘ.	এল এ প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ	• মৌলভীবাজার (৩.০৩ একর), মাদারীপুর (৬.০০ একর), সিরাজগঞ্জ (৪.০০ একর) এবং খুলনা (৩.৩১ একর) জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে এল এ প্রাক্কলন দ্রুত সম্পন্ন করা; • বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদান করা।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।
ঙ.	কারাগারের খাদ্যের মান পরীক্ষাকরণ	• বন্দিদের খাবারের মান যথাযথ আছে কি'না তা পরীক্ষা করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক আকস্মিক কারাগার পরিদর্শন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
চ.	অবৈধভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং কারাবিধি পরিপন্থী কার্যক্রম বন্ধ করা।	• কারাগারের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ এবং কারাবিধি পরিপন্থী কোন কার্যক্রম যাতে সংঘটিত না হয় সে জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ছ.	কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান	• দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দি সম্পর্কিত পাক্ষিক প্রতিবেদন কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে অতিরিক্ত সচিব(কারা) কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনার-কে গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করা;	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/অতিরিক্ত সচিব (কারা)
জ.	কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস।	• কাস্টডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস করা; • গুরুত্বপূর্ণ মামলায় জঙ্গি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বন্দিদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ তাদেরকে নিয়মিত নজরদারীর আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।

৩. **বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ**

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	পাসপোর্ট গ্রহীতাদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।	• পাসপোর্ট আবেদনপত্র গ্রহণের পর থেকে কতদিন পর পাসপোর্ট প্রদান করা হয়েছে তা ছক আকারে পাক্ষিকভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা; • জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক, অতিরিক্ত সচিব (বহিরাগমন) কর্তৃক এ বিষয়ে উপযুক্ত ছক প্রণয়ন করত: বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে পাক্ষিকভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সচিবের নিকট উপস্থাপন করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক, অতিরিক্ত সচিব।
খ.	দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের হয়রানি বন্ধকরণ	পাসপোর্ট অফিসের আশে-পাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

গ.	অনলাইনে পাসপোর্ট আবেদন	• ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদনের বিষয়টি জনপ্রিয় করার নিমিত্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা; • পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • প্রত্যেক পাসপোর্ট অফিসে ফরম পূরণের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; • মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যাতে পাসপোর্ট পেতে না পারে সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/ বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঘ.	পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ	• ১৬টি জেলায় (**সংলগ্নী**-৪)পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা; • যে সকল জেলায় "১৭ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প (**সংলগ্নী**-৫)" এর আওতায় ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে, গুনগত মান নিশ্চিত করার স্বার্থে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাদের দৈনন্দিন সফরসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত পরিদর্শন/তদারকি করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঙ.	মায়ানমার থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের নিবন্ধন	• মায়ানমার থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের নিবন্ধন করার জন্য ৯৬ টি ওয়ার্ক স্টেশন স্থাপন করা হয়। এ সকল ওয়ার্ক ষ্টেশনে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সাময়িকভাবে নিয়োজিত থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের নিবন্ধন কার্যক্রমে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার কর্তৃক বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা; • মায়ানমার হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	বিভাগীয় কশিনার, চট্টগ্রাম

৪. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর:

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	অনাপত্তি সনদ গ্রহণ	• পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে অনাপত্তি সনদ গ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি বিভাগীয় ও জেলা সমন্বয় সভায় আলোচনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
খ.	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা	• বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহের তালিকা মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনার-কে প্রদান করা; • ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে বা মামলা-মোকদ্দমার উদ্ভব হলে উদ্ভুত পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করা এবং সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি অধিগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহ (**সংলগ্নী**-০৬) দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। • ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম তরান্বিত করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

		জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	
গ.	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ	• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা; • ফায়ার সার্ভিস স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনায় নেয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। • প্রস্তাবিত ফায়ার স্টেশনের ভুমি অধিগ্রহণের তালিকা (সংলগ্নী-৭) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণপূর্বক অধিগ্রহণ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

ঘ.	স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন	• স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণ বিষয়ে একটি সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা; • স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণকে অবহিত করা; • ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই এমন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিভাগীয় কমিশনারগণের মতামতের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঙ.	গণসচেতনতা জোরদারকরণ	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ের জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কতৃর্ক যথাক্রমে জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের সফরসূচি সংগ্রহপূর্বক জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ কতৃর্ক মহড়া অনুষ্ঠানে, গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে যোগদান কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য যোগাযোগ করা। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাদেঁর দৈনন্দিন সফরসূচির অনুলিপি বিভাগীয়/জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ে প্রেরণ করা; • এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখা এবং গৃহীত কার্যক্রম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট রাখা; • জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বড় বড় স্কুল-কলেজে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় ক্যাপাসিটি ও ভলান্টিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তাদের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট রাখা; • ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ ও সমাবেশ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
চ.	উদ্বোধনের অপেক্ষাধীন নবনির্মিত ফায়ার স্টেশনের তথ্য প্রদান	• নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরেও জনবলের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না এমন ফায়ার স্টেশনের তালিকাসহ পদ সৃষ্টির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ছ.	হাওড় অঞ্চল কিংবা নদী বেষ্টিত এলাকায় নদী-কাম ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা	• হাওড় অঞ্চল কিংবা নদী বেষ্টিত এলাকায় নদী-কাম ফায়ার স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা; • পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)কর্তৃক নদী-কাম ফায়ার স্টেশন নির্মাণের সামগ্রিক বিষয় উল্লেখ করে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবর ১(এক)টি প্রতিবেদন দাখিল করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি)/পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ),ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ছ.	আইন/বিধি প্রণয়ন	• হাই রাইজ বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অনাপত্তি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার নিমিত্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করত: বিল্ডিং কোড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; • যানবাহন এবং আবাসিক বাসা-বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের সংখ্যাধিক্য এবং দুর্ঘটনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সিলিন্ডার নিয়মিত পরীক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করত: এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি)।
জ.	বিবিধ	• সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরের কর্মকর্তাগণকে জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় তার দপ্তর সংশ্লিষ্ট সভাসমূহে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে আবশ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করা।	

পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।